National Housing Finance and Investments Limited

CEO statements and declaration on Prevention of AML/CFT issue for the year 2023

বর্তমান বিশ্বে মানিলন্ডারিং একটি বহুলআলোচিত বিষয়। মানি লন্ডারিং আর্থিক খাতের সবচয়ে বড় অপরাধ। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে এর কালো প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার অংশ হিসেবে এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে ঝুঁকিমুক্ত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বসহকারে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। মানিলন্ডারিং নিয়ন্ত্রণে পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশই আইন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ ও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক মানিলন্ডারিং সম্পর্কে গাইডলাইন ও বিভিন্ন সার্কুলারের মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেছে। যেহেতু লেনদেনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং হয়ে থাকে সেজন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকার অগ্রণী ভুমিকা পালন করতে পারে। আপনারা জানেন, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন–এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অপরাধ শুধু একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয় বরং আন্তর্জাতিক সমস্যাও বটে। সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও মানি লন্ডারিং দুটি ভিন্ন বিষয় হলেও একটির সঙ্গে অপরটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আইনের পরিভাষায় মানি লন্ডারিং হলো অবৈধ পন্থায় সম্পত্তি বা অর্থ অর্জন বা বৈধ সম্পদে বা অর্থের অবৈধ পন্থায় স্থানান্তর বা ওই কাজে সহায়তা করা। অপর দিকে সন্ত্রাসে অর্থায়ন হলো নাশকতামূলক কর্মকান্ডে (যা সমাজের বা জাতির জন্য ক্ষতিকর) অর্থের জোগান দেওয়া।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে অঙ্গীকার হিসেবে এ বৎসরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে ***হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচার প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি*** / হুন্ডি বা ডিজিটাল হুন্ডি তখনই সংঘটিত হয় হলো-যখন কেউ দেশ থেকে অবৈধ উপায়ে বিদেশে অর্থ পাঠাতে চায়, আর বিদেশ থেকে যারা প্রবাসী (ওয়েজ আর্নার) আয় পাঠাতে চায়, তা হাতে হাতে বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। বিদেশ থেকে যারা প্রবাসী আয় পাঠাতে চায়, তা বিদেশেই থেকে যায়। সেই অর্থ পাচারকারীদের হাতে বিদেশে তুলে দেওয়া হয়। আর দেশ থেকে যারা অর্থ পাচার করে, তারা তা হুন্ডি চক্রের হাতে তুলে দেয়। কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে (হুন্ডি বা অন্য কোন অবৈধ পথে) প্রেরণ আইনত দন্ডনীয় অপরাধ এবং এত দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ব্যাংকের চেয়ে খোলা বাজারে ডলার দাম বেশি হওয়ায় অনেক প্রবাসী হুন্ডিতে টাকা পাঠাচ্ছেন। হুন্ডি বেড়ে যাওয়ায় ধারবাহিকভাবে কমছে রেমিট্যান্স। তাই ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আনার ক্ষেত্রে ও হুন্ডি প্রতিরোধে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভূমিকা রাখতে হবে।

প্রবাসীদের অর্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা হুন্ডি বা অবৈধ পথে না পাঠিয়ে বৈধ পথে /ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে প্রেরণ করার জন্য শাখায় আগত সকল আমানতকারী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার পরামর্শ/দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত ০৮ জানুয়ারী,২০২০ইং তারিখে ,বিএফআইইউ সার্কুলার নং-২৫ এর মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে "Guidelines on Electronic Know your Customer (e-KYC)" জারী করেছে। e-KYC হল দ্রুত সময়ে গ্রাহকের পরিচয় শনাক্ত ও যাচাইকরন প্রক্রিয়া। উক্ত প্রক্রিয়ায় গ্রাহকের KYC profile maintain করা হয় ডিজিটাল ফর্মে এবং ডিজিটাল উপায়ে গ্রাহকের ঝুঁকি গ্রেডিং নির্ণয় করা হয়। এটি গ্রাহকের KYC করার একটি দ্রুততর digital প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রাহকের ডকুমেন্ট বা বায়োমেট্রিক ডাটা যাচাই করা হয়ে থাকে। উক্ত গাইডলাইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও পরিপালনের জন্য প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি গ্রাহকের (ঋণ গ্রাহক ও আমানতকারী) KYC প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পাদন, গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ বিতরনের সময় যথাযথভাবে ডকুমেন্টেশন সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল শাখা প্রধান সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ইতোমধ্যে অফিস সার্কুলারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও CAMLCO Conference-2022 এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল Digital Transformation. এর মানে হল প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে রক্ষিত সকল তথ্য/উপাত্ত digitization এর মাধ্যমে digitalization এ রুপান্তরিত করা। গ্রাহকের সমস্ত তথ্য/উপাত্ত Digital Transformation রুপান্তরিত হলে গ্রাহকের অনুকূলে সেবাদান প্রক্রিয়া আরোও সহজতর হবে পাশাপাশি একজন গ্রাহক সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য দ্রুততম সময়ে সংগ্রহ করে সেবা প্রদান করা যাবে। এছাড়াও Digital Transformation প্রক্রিয়ায় দ্রুততম সময়ে Stakeholder, Board of Directors, Regulators দের সময়ে সময়ে চাহিত তথ্য নির্ভুলভাবে দ্রুততম সময়ে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনায় বিএফআইইউকে আইনগতভাবে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বিএফআইইউ বিভিন্ন সময়ে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছে।

আপনারা যদি গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে সঠিকভাবে তাদের পরিচিতি নিশ্চিত করেন, নিয়মিত গ্রাহকের লেনদেন ও কার্যক্রম মনিটর করেন এবং বিএফআইইউ'র নির্দেশনা মোতাবেক যথাসময়ে রিপোর্ট প্রেরণ করেন তাহলেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে।

আমি আশা করি, বর্ণিত বিষয়ের প্রেক্ষাপট যথাযথভাবে অনুধাবন করে আপনারা নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে Sincerely মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ করি তাহলে আমরা একটি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নমুক্ত সুসংহত আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবো।

ধন্যবাদ সবাইকে।

মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক